কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 13 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

অর্থমন্ত্রী বললেন

শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের খরচ এক হাজার, আমি চেয়েছি ৭৫ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইতিমধ্যে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এক দফা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও (এনবিআর) লিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছে। তবু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন চলছেই। এ অবস্থায় গতকাল শনিবার অর্থমন্ত্রী আবারও বললেন, আরোপিত ভ্যাট শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাঁছ থেকে আদায় করবে সরকার। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে টিউশন ফি বাড়িয়ে দিয়ে বা অন্য কোনো নামে বাড়তি অর্থ আদায় করতে না

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ৪

শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের খরচ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারে, শিক্ষার্থীদের সেদিকে নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

গতকাল বাংলা একাডেমি মিলনায়তনে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা 'বিতর্ক বিকাশ'-এর ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এ কথা বলেন। ব্র্যাক ও এটিএন বাংলার সহযোগিতায় এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষার্থীদের বলছি, তোমরা যদি নজর না দাও তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফি, ডেভেলপমেন্ট ফান্ড কিংবা অন্য কোনো নামে তোমাদের কাছ থেকে এই অর্থ তুলে নেবে। সে জন্য তোমরা আগামী বছরের জন্য প্রস্তুতি নাও, যেন ফি না বাড়ে।'

অর্থমন্ত্রীর ভাষ্য মতে, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ফি নেয়, তা অনেক বেশি। আমি একটি হিসাব করে দেখেছি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর প্রতিদিন খরচ হয় এক হাজার টাকা। এটা তার বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া ফি, বইয়ের খরচ, লাইব্রেরি ফি, খাওয়াদাওয়াসহ। আমি সেখান থেকে চেয়েছি মাত্র ৭৫ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমি বলেছি যে, এই সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট, ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা টিউশন ফি থেকে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাতে রাজি হয়েছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো ফি বা অন্য কোনো নামে ফি বাড়িয়ে যেন এই টাকা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করতে না পারে, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সজাগ থাকতে হবে।'

বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর চাপের কারণে রাজস্ব আদায় বাড়াতে এ পথ বেছে নিতে হয়েছে—উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'নতুন রাস্তাঘাট আমরা আর করছি না। বিদ্যমান সড়কের মান ভালো করছি। স্বাস্থ্যসেবায় আমাদের বেশি খরচ করতে হচ্ছে। এ ছাড়া আরো অনেক খাত থেকে আমাদের ওপর হুকুম আসছে, সে খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। সে টাকাটা কোথা থেকে আসবে? সেটার জন্য রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। আর রাজস্ব বাড়াতে বিভিন্ন জায়গায় খোঁচা দিতে হয়। তেমনই একটি হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট আরোপ। সরকার ভ্যাট নির্ধারণ করেছে শিক্ষার উন্নয়নের জন্যই। উপজেলা পর্যায়ে আরো স্কুল-কলেজ করা হচ্ছে। সেখানে টাকা লাগবে।'

অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভ্যাটের জন্য আন্দোলন করছেন, রাস্তা অবরোধ করছেন। আপনারা যে আন্দোলন করছেন, আমি যদি তার নেতা হতাম, তাহলে বলতাম, আমি ভ্যাট দেব। কিন্তু এ জন্য একটি ট্রাস্ট করতে হবে। ট্রাস্টের নাম হবে রিসার্চ ট্রাস্ট ফান্ড। আমি যত পরিমাণ ভ্যাট দেব, সমপরিমাণ টাকা সরকারও ওই ট্রাস্টে দেবে। ওই অর্থ গবেষণায় খরচ হবে। তাহলে অনেক মানসম্পন্ন গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে আসবে।'

'কেবল শিক্ষা খাতে বিনিয়োগই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে' শিরোনামের ওই বিতর্ক অনুষ্ঠানের ফাইনালে মুখোমুখি হয় মুন্সীগঞ্জের বজ্রযোগিনী জে কে উচ্চ বিদ্যালয় ও নাটোরের অগ্রণী উচ্চ বিদ্যালয়। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বজ্রযোগিনী জে কে উচ্চ বিদ্যালয়। চ্যাম্পিয়ন দলকে ৩০ হাজার, রানারআপ দলকে ২৫ হাজার এবং শ্রেষ্ঠ বক্তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারসহ ট্রফি, ক্রেস্ট, মেডেল ও সনদপত্র দেওয়া হয়। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক ড. আবু মুসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান, ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ কিরণ প্রমুখ।